বাংলাদেশে ২০২০ সালের আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসের মূল প্রতিপাদ্য, "বৈশ্বিক মহামারীর বার্তা প্রবীণদের সেবায় নতুন মাত্রা" এর তাৎপর্য ও গুরুত্ব

ভূমিকাঃ আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসের এবারের মূল প্রতিপাদ্যের বিষয় হচ্ছে বৈশ্বিক মহামারী, কারণ হচ্ছে বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ পৃথিবীর রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষায় বিপুল পরিবর্তন এনেছে। মহামারীর আগে ও পরের পৃথিবী এক নয় বা এক হবেনা। মহামারীর আগে ও পরের বাংলাদেশও পরিবর্তিত হবে। মহামারীর ইতিহাস দীর্ঘ, ১৩৪৭-৫১ সাল পর্যন্ত ব্যুবোনিক প্লেগে মধ্য এশিয়া ও ইউরোপের ১২ কোটি লোক প্রাণ হারায়। ১৮১৭-৮৯ পর্যন্ত পাঁচটি কলেরা মহামারী রূপ নেয়। পৃথিবীর প্রায় সব মহাদেশে কলেরা ছড়িয়ে পড়েছিল। এই কলেরার উৎপত্তি স্থল ছিল তৎকালীন বাংলা অঞ্চল। এজন্য একে বেঙ্গল কলেরা বলা হতো। সাম্প্রতিক মহামারীর মধ্যে রয়েছে সার্স, ২০০২-০৩ সনে চীন, ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর ও হংকং এ মহামারীর রূপ নিয়েছিল। পশ্চিমের দেশগুলোর মধ্যে শুধু কানাডায় এ রোগ ছড়িয়েছিল। এ মহামারীতে মোট ৭০০ জন প্রাণ হারিয়েছিল। বাদুড় থেকে এ রোগ ছড়িয়ে পড়ে বলে ধারণা করা হয়। ২০০৯-১০ সালে সোয়াইন ফ্লু নামে একটা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস মেক্সিকো ও আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে মহামারীর রূপ নেয়। সোয়াইন ফ্লুতে বারো হাজার লোকের মৃত্যু হয়। ২০১৪ সালে আফ্রিকাতে ইবোলা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে। এ ভাইরাসে প্রায় বারো হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়, ২০১৫ সাল পর্যন্ত এটি স্থায়ী হয়। মহামারীর এই ইতিহাস থেকে সুস্পষ্ট যে, ৮০০ কোটি মানুষের বর্তমান পৃথিবী কোন সময়ই মহামারীর ঝুকিঁ মুক্ত ছিলনা। কিন্তু বৈশ্বিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় মহামারীকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। অনেকের ধারণা প্রতিষেধক (Vaccine) বাণিজ্যের জন্য মহামারী প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল। জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ক্রমান্বয়ে অসংক্রামক রোগ চিকিৎসা কেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। ফলে কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারী উন্নত দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে বিকল করে দেয় এবং উন্নত দেশের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য এ মহামারী প্রাণঘাতী হয়ে উঠে। এ প্রেক্ষাপটে ২০২০ সালের ১ লা অক্টোবর পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ।

এ বছর পহেলা অক্টোবর হচ্ছে ত্রিশতম আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস, ১৯৯০ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের একটি প্রস্তাবে মধ্য দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের সমর্থনে পহেলা অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এবছর জাতিসংঘের ৭৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২০২০ সালকে করা হয়েছে । একই সঙ্গে এ বছরেই শুরু হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষিত স্বাস্থ্যময় বার্ধক্যের দশক (Healthy Ageing Decade) যা ২০২০-৩০ পর্যন্ত চলবে। টেকসই উন্নয়নের সকল লক্ষ্যের সাথে প্রবীণ জনগোষ্ঠী জড়িত আছে, তবে তৃতীয় লক্ষ্য সুস্বাস্থ্য ঃ স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন নিশ্চিত করা ও সব বয়সের সবার কল্যাণে কাজ করা, আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসের আকাঙ্খার সাথে ঘনিষ্টভাবে জড়িত। ২০২০ সালের আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসে নিম্নোক্ত লক্ষ্য ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

১. এ দিবস সমাজের স্বাস্থ্যময় বার্ধক্যের দশকের (Healthy Ageing Decade) কৌশলগত উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত ও সচেতন করবে।
২. এ দিবস প্রবীণদের স্বাস্থ্য চাহিদা সম্পর্কে এবং প্রবীণরা তাদের নিজের স্বাস্থ্য রক্ষায় ও যে সমাজে তারা বাস করছে তার কার্যক্রমে প্রবীণদের অবদান সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করবে।
৩. প্রবীণদের স্বাস্থ্য রক্ষায় ও উন্নয়নে নিয়োজিত কর্মীদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন মূল্যায়ন করা, বিশেষ করে নার্সিং পেশায় যারা যুক্ত আছেন তাদের সম্পর্কে মূল্যায়ন করা।
এ দিবস প্রবীণদের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশে দরিদ্র, স্বচ্ছলদের মধ্যে যে স্বাস্থ্য বৈষম্য আছে তা দূর করার ব্যাপারে প্রচার করবে এবং প্রবীণদের মধ্যে কেউ যেন পিছিয়ে পড়ে না থাকে এ ব্যাপারে সরকারকে অবহিত করা হবে। কোভিড-১৯ প্রবীণদের উপরে প্রভাবের বিষয়ে ধারণা ও অভিজ্ঞতা বাড়ানো। একই সঙ্গে প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবা ও বিধি এবং প্রবীণদের স্বাস্থ্যের প্রতি রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনার বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

করোনা মহামারী পরিস্থিতি ও আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসঃ করোনা মহামারী সারা বিশ্বে ও বাংলাদেশে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি করছে। এর প্রভাব শুধু স্বাস্থ্য, চিকিৎসা বা হাসপাতালের উপর প্রভাব পড়েনি; প্রভাব পড়েছে ব্যক্তি, সমাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতির উপর। এখন পররাষ্ট্রনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপরও প্রভাব পড়েছে। করোনাভাইরাস নির্মূলে সুনির্দিষ্ট কোন ঔষধ নেই, টিকা বা প্রতিষেধক উদ্ভাবনের কাজ চলছে। এর মধ্যে করোনাভাইরাস সংক্রমণের শিকার হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী রোগাক্রান্ত প্রবীণরা। বাংলাদেশে করোনা পরিস্থিতির যেসব বৈশিষ্ট্যগুলি প্রাধান্য বিস্তার করছে, তা হলো

ক. করোনা পরীক্ষার অপ্রতুলতা ও অব্যবস্থা
খ. করোনা সঙ্কটে রোগীরা হাসপাতালে অবর্ণনীয় হয়রানি পরিস্থিতির শিকার হয়েছে
গ. প্রথম ৪ মাসে সংক্রমিত রোগীরা হাসপাতালে খালি বেড পাননি, পরে রোগীর অভাবে খালি বেড পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

ঘ. নারীদের তুলনায় পুরুষদের সংক্রমনের হার বেশী।

ষাটোর্ধ্ব প্রকৃত রোগীদের পাশাপাশি ৪০-৫০ বছরের মধ্যের বয়সীদের মৃত্যুর হার বাংলাদেশে বেশী। এই বয়সের করোনায় মৃত্যুর হার ২৯% হয়েছে। এটা বাংলাদেশের জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এটাকে আমরা প্রাক-প্রবীণ/বার্ধক্য (Early Ageing) হিসেবে অভিহিত করতে চাচ্ছি। অর্থাৎ আমাদের অঞ্চলে ৫০ বছরের পরে বার্ধক্যের প্রক্রিয়া শুরু হয়। তাদের মধ্যে এক বা একাধিক দীর্ঘমেয়াদী অসংক্রামক রোগ যেমন ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপে ভূগছেন। তাই করোনা মহামারীর সংক্রমণে এদেরকে ঘায়েল করতে পারছে। আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসকে সামনে রেখে আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে, ৫০ বছরের পরে রোগ প্রতিরোধ কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। করোনা বৈশ্বিক মহামারীর সংক্রমণ মৃত্যু হারের মধ্য দিয়ে বৈষম্য প্রকাশ করেছে। পশ্চিমের বেশীরভাগ দেশে অশ্বেতাঙ্গ ও অভিবাসীদের মধ্যে

সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার বেশী। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যে বয়স্ক ও দীর্ঘমেয়াদী রোগাক্রান্তরাই অধিক হারে মৃত্যুর শিকার হয়েছেন। বাংলাদেশে করোনা বৈষম্য প্রথম পর্যায়ে প্রকাশিত হয়নি। ৮ই মার্চ, ২০২০ ও লকডাউনের সময় ধনী-গরীব সকল প্রবীণরা স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। লকডাউন উঠে যাবার পরে ক্রমশ বেসরকারি খাতের বড় বড় হাসপাতাল খুলে যাবার সাথে সাথে বৈষম্য তৈরি হয়েছে। সরকারি হাসপাতালে করোনাভাইরাসের চিকিৎসা সংকুচিত হচ্ছে, অন্যদিকে ব্যয়বহুল বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা বাড়ছে; এর ফলে স্বল্প আয়ের দরিদ্র খানা প্রধান প্রবীণরা চিকিৎসা পাচ্ছেন না এবং তারা সরকারি হাসপাতালে যাবার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। এখন এ সঙ্কটে তারা বেসরকারি খাতের চিকিৎসার অধিক ব্যয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন, এছাড়াও প্রাইভেট ডাক্তারের উচ্চমূল্যের সেবার কারণেও তারা দরিদ্র হয়ে পড়ছেন। করোনার কারণে প্রবীণদের দারিদ্র্য বাড়ছে, রিকের কর্মএলাকা পিরোজপুর সদর উপজেলার ৭ টি ইউনিয়নে কোভিড ও আম্ফান ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব বিষয়ে একটি গবেষণায় দেখা গেছে করোনা পূর্ব অবস্থার চেয়ে করোনার কারণে ১৯% প্রবীণ আয় দারিদ্র্যের শিকার হয়েছে, করোনার কারণে ১৯% প্রবীণদের আয় দারিদ্র্য বেড়েছে।

রিকের আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালন ও বর্তমান কর্মসূচি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) হচ্ছে বাংলাদেশে, শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নয় দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় মধ্যে গুটিকতক সংগঠনের মধ্যে অন্যতম যারা ১৯৯০ সন থেকে এক নাগাড়ে সাংগঠনিকভাবে উৎসবের আমেজে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালন করে আসছে।

১. রিকের আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তৃণমূল থেকে উপজেলা, জেলা পর্যায়ে প্রবীণদের ব্যপক অংশগ্রহণ।
২. আর্ন্তজাতিক প্রবীণ দিবসের মূল বার্তা বিষয়ে লিফলেট, পোস্টারের মাধ্যমে প্রচারণা চালানো।
৩. আর্ন্তজাতিক প্রবীণ দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা।
৪. স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় সাধন ও প্রবীণ কর্মসূচি বিষয়ে মতবিনিময় করা। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে আলোচনা সভা, মানববন্ধনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

রিকের প্রথম দিকের আর্ন্তজাতিক প্রবীণ দিবস পালনের সাথে সরকারের সংযুক্তি ছিলনা। ২০০০ সালের পর থেকে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রবীণ দিবস পালন শুরু হয়। গণমাধ্যমে প্রবীণ দিবসের সংবাদ প্রচার বেড়ে যায়, তবে আর্ন্তজাতিক প্রবীণ দিবস সামনে রেখে কোন জাতীয় ঘোষণা বা উদ্যোগের সূচনা হয়নি। ফলে বাংলাদেশে আর্ন্তজাতিক প্রবীণ দিবস পালন গতানুগতিকতার গণ্ডির বাইরে যেতে পারেনি।

করোনা পরিস্থিতিতে প্রবীণ বিষয়ে রিকের কর্মকাণ্ডঃ করোনার মধ্যে প্রবীণদের জন্য রিক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছে।

ক. পিরোজপুর সদর উপজেলার ৭ টি ইউনিয়নে প্রবীণদের করোনা ও আম্ফানের প্রভাবের উপর জরিপ ও গবেষণা পরিচালনা করা।
খ. দু"টি তথ্য বহুল নিউজলেটার প্রকাশ করা। একটি আন্তর্জাতিক প্রবীণ নির্যাতন বিরোধী দিবস উপলক্ষে প্রকাশ করা হয় (https://www.ric-bd.org/প্রবীণ-কণ্ঠ-বিশেষ-সংখ্যা/86), অন্যটি হচ্ছে বাংলাদেশে প্রবীণ ও করোনা বিষয়ে একটি বিশেষ সংখ্যা। এটি ১৭ পৃষ্ঠার একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্বলিত একটি প্রকাশনা।
গ. প্রবীণদের জীবনমান উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মসূচি এলাকার ইউনিয়নগুলিতে মহামারী সঙ্কট মোকাবেলার জন্য সঙ্কটাপন্ন প্রবীণদের সহায়তার জন্য নগদ অর্থ (Cash Transfer) সহায়তা দেয়া হয়। উপরন্তু সরকারি সহায়তায় প্রবীণদের সংযোগ ঘটিয়ে দেয়া হয় যাতে তারা সরকারি সহায়তা পেতে পারেন।
ঘ. প্রবীণ সংগঠনের মাধ্যমে প্রবীণদের মধ্যে নেটওয়ার্কিং বজায় রাখা হয়। লকডাউনে করোনা বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়।

উপসংহারঃ করোনা বৈশ্বিক মহামারীর কাল এখনো শেষ হয়নি, কাজেই এ ভাইরাসের সাথে একটা পর্যায় পর্যন্ত বসবাস করতে হবে, এক্ষেত্রে প্রবীণদের সুরক্ষার জন্য একটি কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন। দ্বিতীয় হচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০২০ সাল থেকে ২০৩০ পর্যন্ত স্বাস্থ্যময় বার্ধক্যের দশক (Healthy Ageing Decade) ঘোষণা করেছে। এ ঘোষণা অনুসারে প্রবীণদের স্বাস্থ্যময় বার্ধক্য (Healthy Ageing) এর জন্য জাতীয় পর্যায়ে কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সহায়তায়

রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)
বাড়ী ঃ ২০, রোড ঃ ১১ (নতুন), ৩২ (পুরাতন)
ধানমণ্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯
টেলিফোন ঃ + ৮৮০২৫৮১৫২৪২৪
ফ্যাক্স ঃ + ৮৮০২৫৫০২৬৬১০
ই-মেইলঃ ricdirector@yahoo.com
ওয়েব ঃ www.ric-bd.org